ADC(G)

৩/৭/২৩

০৬/০৭/২০২৩

কামাল উদ্দিন আহমেদ পিএইচডি
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

ডি.ও. নং- এনএইচআরসিবি/চেয়ার/৪১৯(অংশ-৩)১৬-১১(৩১)

তারিখ: ১৯ জুন ২০২৩

প্রিয় জেলা প্রশাসক শামীম

আপনি নিশ্চয় অবগত আছেন যে, মানবাধিকার সুরক্ষা ও উন্নয়নের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ অনুসারে একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। উক্ত আইনের আলোকে মহামান্য রাষ্ট্রপতি কমিশনের চেয়ারম্যান-কে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের বিচারপতি এবং সার্বক্ষণিক সদস্যকে বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের বিচারপতির বেতন-ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধাদিসহ নিয়োগ দান করেন। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক প্রণীত নীতিমালা (প্যারিস নীতিমালা) অনুসারে গঠিত এবং জাতিসংঘভুক্ত রাষ্ট্রের জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানসমূহের আন্তর্জাতিক জোটের সদস্য।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯ এর ২ (ক) ধারা মতে, উক্ত আইনে 'কমিশন' অর্থ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, কোন কোন বেসরকারি মানবাধিকার সংগঠন/সংস্থা তাদের নামের সাথে 'কমিশন' শব্দটি ব্যবহারের ফলে দেশ- বিদেশে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি সংস্থাসহ জনমনে রাষ্ট্রীয় সংস্থা মর্মে বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে। একটি বেসরকারি সংস্থা 'বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন'-এর নাম জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের নামের সাথে প্রায় সম্পূর্ণ মিল থাকায় এবং তাদের নেতা-কর্মীরা নিজেদেরকে মানবাধিকার কমিশনের প্রেসিডেন্ট, চেয়ারম্যান, গভর্নর জেনারেল, গভর্নর, এম্বাসেডর, সদস্য ইত্যাদি গালভরা বিশাল পদনামের পরিচয় দেয়ায় এবং তাদের ব্যক্তিগত গাড়িতে পতাকা ও মনোগ্রাম ব্যবহার করায় জনপ্রতিনিধি, মাঠ প্রশাসন, পুলিশ, সাংবাদিক, আইনজীবীসহ সকল শ্রেণী-পেশার মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে উক্ত সংস্থাটি-কে ভুলক্রমে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ধারণা করে এবং তাদের বিভিন্ন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে থাকে এবং উক্ত সংস্থাসমূহের অনুষ্ঠানে ভুলক্রমে তাদের আমন্ত্রণ জানায়।

সুপ্রিম কোর্টের একজন বিজ্ঞ আইনজীবী কথিত "বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন" কর্তৃক নামের শেষে 'কমিশন' এবং সংক্ষেপে BHRC শব্দ সর্বত্র ব্যবহার অবৈধ ও আইন বহির্ভূত মর্মে আদেশ প্রার্থনা করে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে জনস্বার্থে রিট মামলা ৫৩৪৫/২০২০ দায়ের করলে গত ২৯ জুন ২০২০ তারিখ মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ শুনানি অন্তে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান জাতীয় মানবাধিকার কমিশন এর সাথে সাংঘর্ষিক এবং আইন বিরোধী হওয়ায় "বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন" নামক সংস্থাটি তার নামের শেষে 'কমিশন' শব্দটি এবং নামের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে BHRC শব্দটি ওয়েবসাইট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং প্রিন্ট মিডিয়া কোথাও ব্যবহার করতে পারবেনা মর্মে রুল নিশি জারি করেন ও নিষেধাজ্ঞার আদেশ প্রদান করেন (সংযুক্তি-১)। উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে কথিত "বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন" আপিল বিভাগে V.C CMP No-104 of 2020 দায়ের করলে গত ১৪ জুলাই ২০২০ তারিখ শুনানি অন্তে বিজ্ঞ চেম্বার কোর্টের মাননীয় বিচারপতি উক্ত নিষেধাজ্ঞার আদেশ বহাল রেখে "No Order" মর্মে আদেশ প্রদান করেন (সংযুক্তি-২) এবং গত ২২ আগস্ট ২০২১ তারিখে মাননীয় প্রধান বিচাপতির নেতৃত্বে ফুল বেঞ্চ হতে "The petition is dismissed for default" মর্মে আদেশ প্রদান করে (সংযুক্তি-৩) বিজ্ঞ হাইকোর্ট বিভাগের নিষেধাজ্ঞার আদেশ বহাল রাখা হয়। তাসত্ত্বেও সর্বোচ্চ আদালতের আদেশ অমান্য করে উক্ত সংস্থাটি একই নামে দেশব্যাপী কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। তাদের এহেন বেআইনী কর্মকান্ড চলমান থাকায় কন্টেম্পট মামলা নং ৫০১/২০২০ দায়ের করা হয় (সংযুক্তি-৪)। ফলে, কথিত বেসরকারি সংস্থা Bangladesh Human Rights Commission তার নামের শেষে "Commission" শব্দটি এবং নামের সংক্ষিপ্ত রূপ হিসেবে "BHRC" শব্দটি কোথাও ব্যবহার করলে তা বেআইনি হবে।

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইলঃ chairman@nhrc.org.bd; টেলিফোনঃ ০২-৫৫০১৩৭১৩; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮
www.nhrc.org.bd

কামাল উদ্দিন আহমেদ পিএইচডি
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

উল্লেখ্য যে, জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে কথিত "বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের" নিবন্ধনকারী সংস্থা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, যৌথ মূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর ও সমাজসেবা অধিদপ্তরকে এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের পরামর্শ প্রদান করা হলে গত ০২/০৭/২০২০ তারিখে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো (সংযুক্তি- ৫), গত ০৮/০৬/২০২০ তারিখে যৌথমূলধন কোম্পানি ও ফার্মসমূহের পরিদপ্তর (সংযুক্তি-৬) কথিত বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশনের নিবন্ধন বাতিল করে। গত ০৫/১১/২০২০ তারিখে সমাজসেবা অধিদপ্তর বেসরকারি সংস্থার নামের শেষে কমিশন/কাউন্সিল ইত্যাদি শব্দ থাকলে তা বাদ দেয়ার নির্দেশনা প্রদান করে (সংযুক্তি -৭)।

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, কথিত বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন নামক বেসরকারি সংস্থার সদস্যগণ নাগরিকদের নিকট হতে অভিযোগ গ্রহণ, তা তদন্ত করা ও এর বিচার করার প্রতিশ্রুতি প্রদান করছে। এছাড়াও ব্যক্তিগত আক্রোশের জেরে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য কর্তৃপক্ষকে পত্র প্রেরণ, জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত বলে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সদস্য সংগ্রহ, কমিটি গঠন, যুক্তরাজ্যে মানবাধিকার কনভেনশনের নামে মানবপাচার কাজে প্রলুব্ধ করাসহ চাঁদাবাজি ও নানা অপতৎপরতা চালিয়ে জনসাধারণের সাথে প্রতারণা করছে (সংযুক্তি -৮)।

তাদের এসব অপকর্মের সূত্রে গত ১২ই জুন ২০২৩ তারিখে সংস্থাটির মহাসচিব সাইফুল ইসলাম দিলদারসহ ৭ জনকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী গ্রেপ্তার করে ও তাদের বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা চলমান রয়েছে।

এ অবস্থায়, নিবন্ধন বাতিলকৃত কথিত 'বাংলাদেশ মানবাধিকার কমিশন' নামক বেসরকারি সংস্থা আপনার জেলায় যেন কোনরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করতে না পারে এবং তা করতে সচেষ্ট হলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য আপনার ব্যক্তিগত উদ্যোগ কামনা করছি।

শুভেচ্ছাসহ

ড. কামাল উদ্দিন আহমেদ
চেয়ারম্যান
জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

জনাব শামীম আহমেদ
জেলা প্রশাসক
রাজশাহী

বিটিএমসি ভবন (৯ম তলা), ৭-৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫
ইমেইলঃ chairman@nhrc.org.bd; টেলিফোনঃ ০২-৫৫০১৩৭১৩; হেল্পলাইনঃ ১৬১০৮
www.nhrc.org.bd